

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd November, 2026



November, 2026 Volume-XII, Issue-IX 8 Pages, Rs. 2.00 R.N.I. No-WBBEN/2015/63375



এক পলকে দেশ

ঊর্দ্ধমুখী তেল

নয়াদিল্লি- পশ্চিম এশিয়ার অশান্তির পরিবেশে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১১৬ ডলারে উঠল। এর পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানির দাম ঊর্দ্ধমুখী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

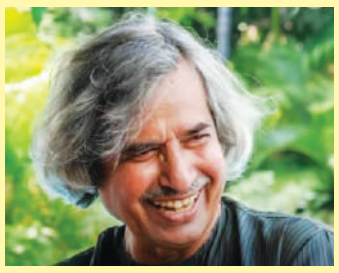
ডিএ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি- দীপাবলীর আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশন ভোগীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করল কেন্দ্র। ফলে কেন্দ্রের ডিএ ৬০ থেকে বেড়ে হল ৬৩%।

বিদেশে সম্পত্তি নিয়ে

নয়াদিল্লি- দেশে কম আয়কর প্রদান করেন অথচ বিদেশে সম্পত্তি কিনেছেন। সেকথা আয়কর দপ্তরকে জানান নি—এবার এইসব করদাতাদের সেই সম্পত্তি এবং তা কেনার টাকার উৎস জানতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ।

প্রয়াত যোগেন



নয়াদিল্লি- বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী (৮৭) প্রয়াত। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। লক্ষীপুজোর দিন (২৫ অক্টোবর) কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পদ্মভূষণ যোগেন চৌধুরী। তাঁর প্রয়াণে দেশের শিল্পজগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

প্রয়াত নানা



নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতীয় সিনেমার ভিন্ন মাপের অভিনেতা নানা পাটেকরের (৭৫) জীবনাবসান হল ৮ অক্টোবর গোয়াতে। ভোররাতে গোয়ার ডোনা পাউলায় তাঁর নিজের বাড়িতে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় অভিনেতাকে। তাঁর আসল নাম বিশ্বনাথ পটেকর। পর্দার বাইরে তিনি ছিলেন একজন কৃষক, সমাজসেবী এবং স্পষ্ট বক্তা।

পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ বিজয়ার ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা



এক পলকে রাজ্য

নতুন সম্মান



নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রথম ভারতীয় পদার্থবিদ হিসেবে এবার অস্কার ক্লাইন পদক পেলেন অশোক সেন। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় এবং পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের কমিটি রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এই পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ফিরছে পাশ-ফেল

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্কুলে ফিরছে পাশ-ফেল ব্যবস্থা এক সঙ্গে মোবাইলও নিষিদ্ধ করার চিন্তাভাবনা চলছে। এইরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

ওয়ার্ড বৃদ্ধি নিয়ে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলার আবেদনে আবেদনকারীর অভিযোগ, ওয়ার্ড গুলোর সীমানা পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্য রাখা হয় নি।

জি আই প্রাপ্তির পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাংলার দেশি খাসির মাংস, ইলিশ পণ্য, চিংড়ি ও শুটকির জন্য জিআই-এর আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এখন শুধু তকমা পাওয়ার অপেক্ষা।

গ্রেপ্তার ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি- ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রবেশপত্র বিক্রি ও টাকা আদায়ের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে ২৮ অক্টোবর গ্রেপ্তার করল লালবাজার। প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সুজিত বসুর পরে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দ্রনীল সেন।

তদন্তে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি- বেহালার সরশুনার তিনজনকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনার তদন্তভার নিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। ২৫ অক্টোবর রাতের ঘটনা। ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাজ্যে জোড়া এনকাউন্টার

বিষয়- ঘটনার পুনর্নির্মাণ

অভিযোগ-পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই

স্থান- গাইঘাটা

সমশেরগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি- পুলিশের এন-কাউন্টারে ২৬ অক্টোবর নিহত হল গাইঘাটার নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত যুবক প্রহ্লাদ দাস। পুলিশের দাবি, বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায় অভিযুক্ত। তখন পুলিশগুলি চালাতে বাধ্য হয়। গত ২৪ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটার একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনে অভিযোগ ওঠে এলাকার যুবক প্রহ্লাদ দাসের বিরুদ্ধে। মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরদিন পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। বিচারকের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে ছিল সেই যুবক। এরপর ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ২৬ অক্টোবর। গভীর রাতে অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে প্রাকৃতিক কর্ম সারবে বলে গাড়ি থেকে নেমে আচমকা এক সাব-ইনস্পেক্টরের সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে তিন রাউন্ড গুলি চালায় সে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এরপর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রহ্লাদকে মৃত ঘোষণা করা হয়। গত জুলাই মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণা নাবালিকাকে খুণ ধর্ষণে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের



প্রহ্লাদ দাস



সামাউল হক

গুলিতে। এবার হল উত্তর ২৪ পরগণায়।

গত অগস্ট মাসে মুর্শিদাবাদের শমসেররেঞ্জের বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে অপহরণ করে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সামাউল হকের মৃত্যু হয় ২৭ অক্টোবর পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ) অজিত সিংহ যাদব বলেন, এদিন অভিযুক্তকে সিআইডি ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অভিযুক্তের সঙ্গে সিআইডি-র ধস্তাধস্তি হয়। তারপরে এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তরা অসম ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে সকালে জমা হবে, বিকেলে খরচ হবে। সমাজে মহিলাদের ওপর অত্যাচার, খুণ ও ধর্ষণ হলে পরে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে 'খোলাছুট' দিয়েছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

সিঁড়ি ভাঙলে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে

সঞ্জীব আচার্য্য

শহুরের জীবনে বাড়ি, অফিস ও শপিং মলে লিফটের ব্যবহার ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠেছে। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে। একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত সিঁড়ি ব্যবহার করলে হৃদরোগ—যার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক অন্তর্ভুক্ত---সেগুলোর ঝুঁকি কমে যায়।

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ঈস্ট অ্যাংলিয়া (UEA) এবং নরফোক ইউনিভার্সিটি হসপিটালস-এর বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন। হৃদরোগের ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে এই গবেষণাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। ১৯৯০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

গবেষকরা কীভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান করলেন?

হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শারীরিক কার্যকলাপ যে ভূমিকা রাখে, তা জানা কথা। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা হলো শারীরিক কার্যকলাপের একটি জোরালো ধরণ।

গবেষকরা নয়টি গবেষণা বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে ৪,৮০,৪৭৯ জন অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ফলো-আপের মধ্যক সময়কাল ছিল ১৪ বছর। অংশগ্রহণ কারীদের বয়স ছিল ৩৫ থেকে ৮৪ বছরের মধ্যে এবং তাঁদের কারও কারও হৃদরোগের ইতিহাস ছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ ছিল নারী। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, যারা নিয়মিত সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন, তাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগজনিত কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৯% কম থাকে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, প্রতিদিন প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করলে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। একই সঙ্গে, কিছু বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা সবার জন্য উপযুক্ত নয়। অস্টিওআর্থ্রারাইটিস, পায়ের পেশি বা হাড়ের সমস্যা অথবা চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি কঠিন হতে পারে। তাঁরা এর বিকল্প হিসেবে দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, জলভিত্তিক ব্যায়াম, রোয়িং এমন বিশেষ ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। এসব কার্যক্রম হৃদস্পন্দন বাড়াতে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে, যা সামগ্রিক শারীরিক অবস্থার পথ প্রশস্ত করে।



এখানে - ওখানে

প্রচারে ও প্রসারে সুনাম অক্ষত রেখে ১৭ বছরে পড়ল সেরাম শারদবরণ ২০২৬



শারদবরণের পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি- দেখতে দেখতে শহরের শারদীয়া ইভেন্টের শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে 'সেরাম শারদবরণ'। এবছরে ১৭তম বছরে পদার্পণ করল এই সেরাম শারদবরণ ২০২৬। প্রচারে ও প্রসারে, জনপ্রিয়তায়, বিচারশৈলীর স্বচ্ছতায় সেরাম শারদবরণ এককথায় তুলনাবিহীন। প্রথামাফিক প্রেস ক্লাব কলকাতায় ২৯ সেপ্টেম্বরে 'কার্টেন রেজার' হয় এই ইভেন্টের। পরবর্তীতে শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। সাংবাদিক সম্মেলনে সংক্ষেপে এই ইভেন্টের লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সেরাম গ্রুপের সিএমডি এবং এই ইভেন্টের আয়োজক সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

এই ইভেন্টকে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। কলকাতা, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর। কলকাতার সঙ্গে সল্টলেককে জুড়ে নেওয়া হয় এবং হাওড়াকে পৃথক শাখায় রাখা হয়। ইভেন্টে প্রতিটি শাখার জন্য পাঁচটি বিষয় বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেরা ভাবনা, সেরা প্রতিমা, স্বল্প ব্যয়ে সেরা পূজা, সেরা সমাজবন্ধু ও সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। একমাত্র হাওড়া শাখায় শেষোক্ত বিষয়টি থাকে না। এরপর দুটি পর্যায়ে নিরীক্ষণের কাজ শুরু হয়। প্রতিটি শাখা থেকে বিচারকগণ সেরার সেরা হিসেবে ২৫টি পুজোকে বেছে নেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সঙ্গে একটি রেপ্লিকাও দেওয়া হয়।

এবারের প্রতিযোগিতায় পর্যায়ক্রমে কলকাতা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং হাওড়ার পুরস্কার বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল। মাণিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি, চোরবাগান সার্বজনীন, অরবিন্দ সেতু সার্বজনীন দুর্গোৎসব, ওয়েলিংটন নাগরিক কল্যাণ সমিতি ও টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব (উত্তর)। সল্টলেক এফ ডি ব্লক, যুব সংঘ, জ্যাংড়া শিশু কল্যাণ সংঘ, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ ও দমদম পার্ক ভারতচক্র (পূর্ব)। সন্তোষপুর লেক পল্লী, কলকাতা সনাতনী সংঘ, প্রগতি সংঘ, সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক ও সাউথসিটি মল দুর্গাপূজা কমিটি (দক্ষিণ)। আলিপুর সার্বজনীন, বেহালা ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন, হরিদেবপুর নিউ স্পোর্টিং ক্লাব, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক ও অজেয় সংহতি (পশ্চিম), আরুপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, সালকিয়া সাধারণ দুর্গাপূজা (জটাধারী পার্ক), নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ ও হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন (হাওড়া)। এবারের সমগ্র ইভেন্টটির পরিচালনায় শাখানুযায়ী আহ্বায়করা হলেন কলকাতা পূর্বে সঞ্জয় সাহা, উত্তরে তাপস চক্রবর্তী, দক্ষিণে সন্দীপ মিল, পশ্চিমে সুদীপা কর্মকার এবং হাওড়ায় দেবজ্যোতি শীল। বিচারপর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভরষার অধ্যক্ষা নিবেদিতা আচার্য্য এবং শিল্পী মৌসুমি দাস। উল্লেখ্য মহালয়ার পরে সেরাম গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রতিবারই কুমারটুলি এবং কালীঘাটের পটুয়া পাড়ায় প্রতিমা বাহকদের গেঞ্জি প্রদান করা হয়। এবারও ওই দুটি অঞ্চলের প্রতিটি প্রতিমা বাহকদের হাতে গেঞ্জি দেওয়া হয়েছে।

সেরাম শারদবরণের ছবি ৮-এরপাতায়

কলকাতা হাইকোর্টে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেটস ক্লাকর্স ফিলান থ্রোপিক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৩ অক্টোবর হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচী, স্বাস্থ্য শিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষা। উল্লেখ্য, এই রক্তদান কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিট্টালরাও চুগে সহ অন্যান্য


হাইকোর্ট

বিচারপতিগণ এবং আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্টের অভ্যন্তরে এই ধরনের শিবির হওয়াতে সমস্ত আইনজীবীরা উৎসাহ নিয়ে শিবিরে আসেন। বিশেষ করে ইনবডি পরীক্ষা সম্পর্কে সকলে জানতে চান। উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের সদ্য নির্বাচিত সহ সভাপতি আইনজীবী অজয় চৌবে। শিবিরটি পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে উপস্থিত আইনজীবীরা নিখরচায় সুগার, বিএমডি, এবং ইন বডি পরীক্ষা করান। শিবিরে উপস্থিত একজনের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষাও করা হয়।

বরিষায় রক্তপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- রোটারি ক্লাব অব ক্যালকাটা মিডটাউনের সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৬ অক্টোবর বরিষা জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ ফর গার্লসে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া


মিডটাউন

বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে বক্তব্য রাখেন বিশেষজ্ঞরা। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওই বিদ্যায়তনের ছাত্রীরা। মোট ৭৭ জন ছাত্রীর থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে।

বাবা ঠাকুরতলায় সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং লিনটন স্ট্রিটের বাবা ঠাকুরতলা পূজা কমিটির সৌজন্যে ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য করণীয় কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজনেরা।স স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন শিবিরে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিতগণ।

শারদোৎসবে বস্ত্র বিতরণ



মর্ত্যের দুর্গা বস্ত্রদান করছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতি বছরের মত এবারও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ৯ অক্টোবর শহরের চারটি জায়গায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণের কর্মসূচী সম্পন্ন করল। শারদোৎসবের কথা মাথায় রেখে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। প্রতিটি জায়গায় অনুষ্ঠানের শুরুতে 'দেবীর মর্ত্যে আগমন' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটির নির্দেশনা ও পরিচালনা করেছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ভাষ্যে ছিলেন সীমা সাহা, রোহিত মাহাতো, অভিনয়ে ছিলেন রূপা চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, জয়দেব দে, কিংশুক দাস এবং চঞ্চল বোস। সংগীতে ছিলেন আবীর চ্যাটার্জি, আবহে সন্দীপ মিল। প্রথম অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্যামবাজার পাঁচমাথার সংযোগস্থলে। এরপর একে একে কেদার দত্ত লেন মিলন সংঘে, গৌরীবাড়ি আবাহনী এবং রামমোহন সরণীর ভয়ঙ্কর বাবা সেবা সমিতিতে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানস্থলে বস্ত্র বিতরণের কর্মসূচী পালন করা হয়।

ব্যারাকপুরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সমাজসেবী প্রদীপ পাত্রের উদ্যোগে ব্যারাকপুর ব্লাড ডোনারস সোসাইটির ব্যানারে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচী, স্বাস্থ্য শিবির ও থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচী। স্বাস্থ্য শিবিরে নিখরচায় সকলের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এছাড়া ১২ জনের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষাও করা হয়।


জীবনপুর বাণপ্রস্থ ভিলেজ ট্রাস্টের দুর্গাপূজায় অঞ্জলি প্রদান করছেন সঞ্জীব আচার্য্য



রসায়নে নোবেল



কাগেন ও কেনসো সোয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফ্রান্সের প্যারিস (দক্ষিণ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আঁরি বি কাগেন এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনসো সোয়াই। কিছু যৌগের অনুরও দুটি রূপ রয়েছে। পরীক্ষাগারে কি একটিমাত্র রূপের অনুযুক্ত তেমন যৌগ তৈরি সম্ভব। দীর্ঘকাল সেই উত্তর খোঁজার পালা চলেছে। শেষমেশ সেই উত্তর পাওয়া গেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এই দুই রসায়নবিদ।

সাহিত্যে নোবেল

নিজস্ব প্রতিনিধি- সাহিত্য জগতের সর্বোত্তম সম্মান পেলেন কানাডার কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার অ্যানে কারসন। সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৮ অক্টোবর জানিয়েছে



যে, ''ধ্রুপদী' ঐতিহ্যের সঙ্গে সৃজনশীল সংলাপের ভেতর দিয়ে সমকালীন সাহিত্যকে নতুন রূপ দিয়েছেন কারসন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার



নিজস্ব প্রতিনিধি- আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই ও মানবাধিকার রক্ষার অবদানের জন্য এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই আইনজীবী এবং প্রাক্তন বিচারপতি নভনীতম নভি পিল্লাই। ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে এক তামিল পরিবারে তাঁর জন্ম।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

লন্ডন- ব্রিটেনের মানুষদের জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রি বার্নহ্যাম। সরকারি সাহায্যের জন্য নথিবদ্ধ হতেও বলেছেন। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতির জন্য পরিবারগুলোর কাছে অন্তত তিন দিনের খাদ্যপণ্য ও জল মজুত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনীতিবিদ্‌রা মনে করছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যই এই বার্তা দেওয়া হতে পারে।

সাগরপারের টুকিটাকি

চাপে নেতানিয়াহু

জেরুসালেম- বেঞ্জামিন নেতা-নিয়াহুফি ফের ক্ষমতায় ফিরছেন? না কি পরিবর্তন? গোটা বিশ্বের নজর এখন সেদিকে। ইজরায়েলের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির জোট ৫৩টি আসনে জয়ী। প্রতিপক্ষ গাদির জোট ৪৮টিতে এগিয়ে। চমকপ্রদ ফল করেছে আরবপন্থী দলগুলো। তারা ১৯টি আসনে জিততে চলেছে। সরকার গড়তে প্রয়োজন ৬১টি আসন।

ব্রাজিলে ফের ক্ষমতায় বামপন্থীরা



লুই ইনসিয়ো লুলা দ্য সিলভা

সাও পাওলো- ব্রাজিলে জয়ের হাসি হাসলেন লুই ইনসিয়ো লুলা দ্য সিলভা। এই নিয়ে চতুর্থবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের গদিতে বসতে চলেছেন আশি বছরের এই বামপন্থী নেতা। লুলাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী বোলসোনারের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত লুলা জিতেছেন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভোটে। বোলসোনারোর ছেলে ফ্লাভিয়ো এই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এবং তার বাবা সবসময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদাহরণ টেনে কথা বলেন। ক্ষমতায় ফিরেই ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন লুলা।

সার্বিয়ায় ছাত্রদের কাছে নাস্তানাবুদ ভুচিচ



বেলগ্রেড- সার্বিয়ায় ১৪ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলন চালিয়ে গেছে সে দেশের ছাত্ররা। ভুচিচ সেই আন্দোলনকে কটাক্ষ করে বারবার বলেছেন, 'ছাত্ররা সার্বিয়াকে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে।' এবার সেই আন্দোলনরত ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন দল 'স্টুডেন্ট লিস্ট'-এর কাছে নির্বাচনে গো-হারা হারলেন ভুচিচ এবং তার দল 'সার্বিয়ান প্রগেসিভ পার্টি'। জানা গেছে, দেশের পার্লামেন্টের ২৫০টি আসনের মধ্যে স্টুডেন্ট লিস্ট পেয়েছে ১৪০টি আসন অর্থাৎ মোট সংখ্যার ৫২.৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে, সার্বিয়ান প্রগেসিভ পার্টি পেয়েছে ১০৪টি আসন। ভুচিচের পরাজয়ের খবর সামনে আসার পরেই দেশর রাজধানী বেলগ্রেড সহ বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। শুরু হয়ে যায় অঘোষিত উৎসব। স্টুডেন্ট লিস্টকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!



প্রশ্ন ঃ ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে জানতে চাই?

তাপস চক্রবর্তী, কোন্নগর

উঃ হাইপ্রেসার এবং ডায়াবেটিস থাকলে, তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক রোগীদের মরফিন, অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল, হেপারিন প্রভৃতি দিতে হয়।

হার্ট অ্যাটাক ধরা পড়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি খুবই দরকারী ইঞ্জেকশন দিতে হয়, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া করোনারী আর্টারী খুলে দেয়—এদের বলা হয় থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ (Thrombolytic agents)। যেমন---স্ট্রেপটোকাইনেস, ইউরোকাইনেস প্রভৃতি।

কখনও আবার হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক অবস্থায় বন্ধ করোনারী আর্টারী খোলাবার জন্য বেলুন ফুলিয়ে চিকিৎসা করতে হয় (Primary angioplasty)

সরব্রিটেট (Sorbritete) :

খুবই বিখ্যাত ওষুধ। অনেকে বুকে কোনো কিছু অনুভূতি হলেই এই ওষুধ নিয়ে নেন। এটি আসলে একরকমের তাড়াতাড়ি কাজ করা (Rapidly acting) নাইট্রেট।

যাদের ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ আছে, তাদের বুকে ব্যথা বা চাপ ধরা হলে এই ওষুধ জিভের তলায় রেখে দিলে (sublingually) তাৎক্ষণিক আরাম হয়। একবারে কাজ না হলে কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (Coronary Angiography) :

এই কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এটি আসলে কোনো চিকিৎসা নয়, পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি কী রকম হবে তা ঠিক করার জন্য একটি রোগ নির্ণায়ক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে করোনারী আর্টারিগুলির অবস্থা কেমন, কোনো blockage আছে কিনা, তা দেখা হয়। এক্ষেত্রে কুঁচকি বা হাতের ধমনীতে ডাই (Dye) ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয় এবং এই ডাই করোনারী আর্টারিতে গিয়ে পৌঁছোয়। ক্যাথেটার-এর গাইড ওয়ারের সাহায্যে এই কাজ করা হয়। ইঞ্জেকশন দেবার আগে ওই জায়গা লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার (Local Anaesthesia) সাহায্যে অবশ করে দেওয়া হয়, রোগী পুরোপুরি সজ্ঞানে থাকে। এরপর, এই ডাই কীভাবে করোনারী আর্টারির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও কোনো ব্লক (Block) আছে কিনা, তা সি-আর্ম (C-arm) যন্ত্রের সাহায্যে পর্দায় (screen) দেখা যায়।

এরপর ক্যাথেটার বার করে নেওয়া হয় এবং ওই জায়গায় কিছুক্ষণ ভারী কিছু (sandbag) চাপিয়ে রাখা হয়। সাধারণত রোগীকে একরাত্রির রেখে পরের দিন ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

করোনারী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (Coronary Angioplasty) :

করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার পর যদি দেখা যায় প্রধান তিনটি করোনারী আর্টারির মধ্যে একটিতে ভালোমতো ব্লকেজ আছে (৭০ শতাংশের বেশি) (Single Vessel Disease) তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি আর্টারি (Double Vessel Disease) যা তিনটি আর্টারি (Triple Vessel Disease) বন্ধ থাকলে বিশেষতঃ, যখন বাইপাস সার্জারি করা যায় না, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়।

এক্ষেত্রে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির মতোই ওই জায়গা অবশ করে গাইড ওয়ারের সাহায্যে বেলুন লাগানো ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় ব্লকেজের মধ্যে এবং বেলুন ফুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ওই করোনারী আর্টারির ব্লকেজ খুলে যায়। এক্ষেত্রেও করোনারী আর্টারি পর্দায় (screen) এ দেখা যায় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে।

এরপর, এই আর্টারিকে খোলা রাখবার জন্য এর মধ্যে স্টেন্ট (stent), অর্থাৎ একপ্রকার শক্ত টিউবের মতো জিনিস প্রবেশ করিয়ে স্থাপন করা হয়।

এই স্টেন্টের মধ্যে যদি কোনো ওষুধ দেওয়া না থাকে, তবে তাকে বেয়ার মেটাল স্টেন্ট (Bare Metal Stent) বলা হয়।

তবে এর থেকেও ভাল হল ওষুধ দেওয়া স্টেন্ট (Drug Eluting Stents)।

এই স্টেন্টের ভেতরে ওষুধ দেওয়া থাকে, যা পুনরায় ব্লকেজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। এইজন্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই স্টেন্ট ব্যবহার করা হয়।

বাইপাস সার্জারি (Bypass Surgery) :

CABG-Coronary Artery Bypass Grafting

এটি একটি অপারেশন এবং এতে রোগীকে পুরো অজ্ঞান করতে হয়, অর্থাৎ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া (General Anaesthesia) লাগে। আমরা প্রায়ই শুনি অমুক লোকের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আসলে কি, তা অনেকেরই জানা নেই।

সাধারণতঃ করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার পর যদি দেখা যায় তিনটি (Triple Vessel disease) বা দুটি (Double vessel disease) করোনারী আর্টারিতে ব্লকেজ আছে, তাহলে বাইপাস সার্জারি করা হয়। কিন্তু যদি রোগীর অবস্থা অপারেশন করার মতো হয়, তবে বা রোগী অপারেশন করতে ইচ্ছুক না হয়– Triple Vessel angioplasty বা Double Vessel angioplasty করা হয়।

এই অপারেশনে বাধাপ্রাপ্ত (Blocked) করোনারী আর্টারির সঙ্গে একটি স্বাভাবিক আর্টারির সংযোগস্থাপন করা হয়, ফলে ঐ বাধাপ্রাপ্ত আর্টারিতে রক্ত চলাচল সঠিক মাত্রায় হতে পারে এবং হার্টের পেশী ঠিকঠাক রক্তের যোগান পায়।

এই সংযোগস্থাপনের জন্য পা থেকে (Saphenous vein) অথবা বুক থেকে (Internal Mammary Artery) রক্তনালী নেওয়া হয়।

এটি একটি খুবই কার্যকরী প্রক্রিয়া এবং রোগী অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। কখনও কখনও পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার বাইপাস সার্জারি করার দরকার হয়।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন বসাতে হয়? *রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক*

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারী চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block) বা কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে।

হার্টের নিজস্ব প্রেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত (A Node থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node, HI5 Purkinje (system এর মাধ্যমে পুরো হার্ট ছড়িয়ে পড়ে।

যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এর উপসর্গ।

পেসমেকার একটি পার্লস জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারীচালিত এবং এর সঙ্গে লীড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়।

যখন হার্ট ব্লক সাময়িক (Temporary) হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

উৎ-শব

গোটা রাজ্যে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় কখনও এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কখনও ঘটেছে বলে এরকম কোন ইতিহাস কারও জানা নেই। যা ঘটে গেল এবার চোরবাগানে। শহরের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ব্যবস্থাপনার সর্বাঙ্গে কতটা পচন ধরেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ চোরবাগান। সর্বজনীন পুজো সবার্থেই রাজনৈতিক। একদল যায়, নতুন দল আসে। এই পালাবদল প্রথাগত। ফলে দেখা যায়, পুজোর কেষ্ট বিষ্টু হওয়ার বাসনা আছে ষোল আনা কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝুলি ফুটো। তাই দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিতেও এরা অপারগ। প্রশাসনের তরফ থেকে কিছু সিকি, আধুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চোরবাগানের ঘটনায়। ঘোষককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ভুয়ো ভিডিয়ো ছড়িয়েছেন যিনি তাকেও ধরেছে পুলিশ। এই পুজোর পৃষ্ঠপোষকরা রয়েছেন বহাল তবিয়তে। জানা গেছে, পুজোর ভিড় সামলাতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু পুলিশকর্মীকে এবার দায়িত্বে রাখা হয় নি। কারণ তাদের গায়ে নাকি আসটে গন্ধ রয়েছে। কলকাতার পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে এই শহরের পুলিশের একটা গর্ব ছিল। সেই গর্বেও কাঁদা ছিটিয়ে দিল রাজনীতি।

থিম পুজো এখন কলকাতার সর্বত্র। এই সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে থিমের নামে নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করা। থিমশিল্পীরা চান পুজোয় অন্যরকম ভাবনার প্রয়োগ করতে যাতে ভিড়ের হিসেবে সে এক নম্বর হতে পারে। কলকাতার পুজোর মতো সংখ্যায় এবং গুণে পাবলিক আর্ট পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় বলে মনে হয় না। কিন্তু থিমের ভাবনার সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের সমন্বয় থাকাটা একান্তই প্রয়োজন। এমন থিম করা উচিত নয়, যা পুজোর বিপদকে ডেকে আনতে পারে। অভিযোগ উঠেছে, চোরবাগানের মণ্ডপে নাকি আলোর অভাব ছিল। প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ সংকীর্ণ। মণ্ডপের ভেতরে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সমস্যা হচ্ছিল। দুর্ঘটনার আগেই এই সমস্যাগুলো কারও চোখে পড়ে নি! শুধু চোরবাগান নয়, কলকাতার অনেক নামকরা সার্বজনীন পুজোর মণ্ডপে এই একই অবস্থা। মণ্ডপে ভিড় দিয়েই জনপ্রিয়তা মাপা হয়। সঙ্কীর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ এবং মণ্ডপে আলোর কৃত্রিম অভাব তৈরি করা সাজসজ্জার কৌশল মাত্র। পুজোর সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব। অবশ্য সর্বজনীন পুজোর জনপ্রিয়তা নির্ভর করে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার নিরীখে। সেখানে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার প্রশ্নটা অনেকটা ফিকে হয়ে যায়। চোরবাগান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর একটি প্রশ্ন উঠে এসেছে। শহরের সর্বত্র এত সংখ্যক বড় মাপের, বড় বাজেটের অথবা বড় থিম পুজো কেন? থিমশিল্পীদের সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণ করার দায়িত্বটা প্রশাসন থেকে শুরু করে আমাদের সবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী শাসকদের সময়কাল থেকে শুরু করে পালাবদল ইস্তক শহরের দুর্গাপুজো নিয়ে একইরকমের প্রথা চালু আছে। পুজো কমিটিগুলোকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলে তুষ্টিকরণ। কারণ ভোট বড় বালাই। এই তুষ্টিকরণের জেরে পুজোতে নিরাপত্তাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে চলা হয়। চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর এখন নানারকম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। পুজো অনুমতি দেওয়ার আগে সেগুলো ভালো করে খতিয়ে দেখা হয় নি কেন? যদি সঠিকভাবে তথ্য যাচাই করা হত, তাহলে দুর্গাপূজার মণ্ডপে এতগুলো মানুষের প্রাণ অকালে ঝরে যেত না।

সাধনার পথ

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

মানুষ যতই সাধনার পথে অগ্রসর হবে, ততই তার মধ্যে সামুহিক বুদ্ধি জাগ্রত হবে, ভূমা বৃদ্ধি জাগ্রত হবে। বলা হয়, যতদিন মানুষ স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে চলে, যতদিন মানুষ জীবভাব নিয়ে কাজ করে, ততদিন তার ধ্যেয়প্রাপ্তি লক্ষ্যপ্রাপ্তি হয় না। ততদিন কী হয়? মানুষ নিজের রসপ্রবাহে প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের যে ভাবনাসমুদ্র, তা রসাত্মক, তরল, অর্থাৎ তুমি মনে যে ধরনের তরঙ্গ ওঠাতে চাও, সেই ধরনের তরঙ্গ ওঠাতে পারবে। মন ঠিক একটা তরল পদার্থের মত। তুমি তোমার ইচ্ছামত তরঙ্গ তৈরি করতে পারবে। এটা কী? না, স্বরস, নিজের রস। আর পরমাত্মার যে রসপ্রবাহ তা সমগ্র বিশ্বে ব্যক্ত, প্রবাহিত। মানুষের বৈষষ্টিক রসপ্রবাহ কী? তার নিজের মনের স্বার্থকেন্দ্রিক ভাবনা—'আমি এটা করব, আমি ওটা করব', এ ধরনের ছোট 'আমি' কেন্দ্রিক রসপ্রবাহ। পরমাত্মার ক্ষেত্রে তেমনি রসপ্রবাহ অনেক বিস্তৃত। ওই রস কী? না, বিশ্বকেন্দ্রিক অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্যে আমি এটা করব, ওটা করব, এই ধরনের ভাবনা। এই জন্যে পরমাত্মার সম্পর্কে বলা হয়েছে ' রসঃ বৈ সমঃ', পরমাত্মা রসসমুদ্র যে আস্বাদন করে সেই হচ্ছে 'রসিক'। 'রসিক' শব্দের এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। জীব বৈষষ্টিক রসে প্রবাহিত হতে থাকে। নিজের রস হচ্ছে আমিত্ব কেন্দ্রিক বৈষষ্টিক, ছোট আমিকে কেন্দ্র করে। হতে পারে অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছে, শিয়াল পণ্ডিতের মত। অনেক শাস্ত্র পড়েছে, কিন্তু মন একেবারে নরকে পড়ে আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসভাগ্যমালি

১ নভেম্বর — বাংলাতে শ্রমিক ও কৃষকদের পার্টি তৈরি হল ১৯২৫
দীনবন্ধু মিত্রের প্রয়াণ ১৮৭৩
২৬ তম রাজ্যের মর্যাদা পেল ছত্রিশগড় ২০০০

২ নভেম্বর — ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম ১৮৩৩
জর্জ বার্নাড শ-এর প্রয়াণ ১৯৫০

৩ নভেম্বর — পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৬৬
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮
অমর্ত্য সেনের জন্ম ১৯৩০

৪ নভেম্বর — চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫
দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টোনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ১৯৫৪

৫ নভেম্বর — চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম ১৮৭০
বিজ্ঞানী জে বি এস হ্যালডেনের জন্ম ১৮৯২

৬ নভেম্বর — তিতুমীরের জন্ম ১৮৭২
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলেন জ্যোতি বসু ২০০০

৭ নভেম্বর — নভেম্বর বিপ্লব দিবস
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম ১৮৮৮
মাদার কুরীর জন্ম ১৮৬৭

৮ নভেম্বর — এক্স-রে আবিষ্কার ১৮৯৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করলেন ২০১৬

৯ নভেম্বর — ছৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার প্রয়াণ ২০০২
উর্দু কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম ১৮৭৭
কর্তারপুর করিডোর খুলে দিল পাকিস্তান ২০১৯

১০ নভেম্বর — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতাকে বিক্রি করা হল ১৬৯৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৮

১১ নভেম্বর — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯১৮

১২ নভেম্বর — বাংলায় প্রবল ঝড়ে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯১৭

১৩ নভেম্বর — নোবেল প্রাপক লুইস স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০

১৪ নভেম্বর — আফগানিস্তানে প্রবেশ করল মার্কিন সেনা এবং কাবুলের দখল নিল ২০০১
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্ম ১৮৮৯

১৫ নভেম্বর — সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুণ্ডার জন্ম ১৮৭৫
বিনোবা ভাবের প্রয়াণ ১৯৮২

১৬ নভেম্বর — লেখক জোসে আরামেগোর জন্ম ১৯২২

১৭ নভেম্বর — স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু পিংলের ফাঁসি

১৮ নভেম্বর — ভাষাবিদ প্রবোধচন্দ্র বাগচির জন্ম ১৮৯৮
ভারতে বাঘকে জাতীয় পশুর আখ্যা ১৯৭৩

১৯ নভেম্বর — ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের জন্ম ১৮২৮
মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০
ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ১৯১৭
সুরকার, গীতিকার, শিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫

২০ নভেম্বর — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬

২১ নভেম্বর — ভারতে পোস্টাল স্ট্যাম্পে চালু হল ১৯৪৭

২২ নভেম্বর — গুলি করে হত্যা করা হল প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ১৯৬৩

২৩ নভেম্বর — গ্রেপ্তার করা হল কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯২২
ব্যালেস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপন পরীক্ষায় সফল হল ভারত ২০১২
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের প্রয়াণ ১৯৩৭

২৪ নভেম্বর — ডারউইনের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হল ১৮৫৯
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন ১৮৫৬
অভিনেত রবি ঘোষের জন্ম ১৯৩১

২৫ নভেম্বর — ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর জন্ম ১৯৮৩
ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়াণ ২০১৬

২৬ নভেম্বর — মুম্বাইতে জঙ্গী হানা ২০০৮
ভারতের সংবিধান স্বাক্ষরিত হল ১৯৪৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯০

২৭ নভেম্বর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৮৮৮
শিল্পী আনন্দ মুন্সীর জন্ম ১৯০৫
প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করলেন লেবেদফ ১৭৯৫

২৮ নভেম্বর — ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০

২৯ নভেম্বর — উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরির জন্ম ১৯১৩
জে আর ডি টাটার প্রয়াণ ১৯৯৩

৩০ নভেম্বর — বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৫৮
লেখক জনাথন সুইফটের জন্ম ১৬৬৭
উইনস্টন চার্চিলের জন্ম ১৮৭৪
কবি বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮
ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের জন্ম ১৯৩১
পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৬৭

পৃষ্ঠা-৪

মূলত প্রাকৃতিক কারণে ভারতের কৃষির বৃদ্ধির হার কম

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার গত বেশ কয়েক বছর ধরে আশানুরূপ হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে কৃষি অর্থব্যবস্থা খুব ভাল নয়। এর জন্য দরকার ছিল উপযুক্ত পরিকল্পনার যা বহু বছর ধরেই করা হয়নি। উৎপাদনশীলতার বিচারে ভারত বহুদেশের তুলনায় পিছিয়ে। আবার ভারতের বিশাল জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি মানুষ কৃষিতেই নিয়োজিত। তাই কৃষি উৎপাদন কমে গেলে বা প্রাকৃতিক কারণে তা খারাপ হলে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা দুর্বল হয়। অকৃষি দিয়ে ওই ক্ষতিপূরণ হয় না।

ভারতের কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির ছবি

যদি গত এক দশকের হিসাব দেখি তবে তা হল বছরে ৪.৪৫% । এটা একটা স্থির মূল্যের হিসেবে অর্থাৎ গত ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের কৃষি ও অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৪.৪৫% হারে।

এত নিনো কতটা কৃষি উৎপাদন কমাতে পারে

গত সেপ্টেম্বরের শেষে ভারতে কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন দেশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ঘাটতি হয়েছে প্রায় ১২%। তবে এর কিছুটা রকমফের হবে। তিনি মনে করেন, এর জন্য দেশের কাছে খাদ্যের যোগান নিয়ে তেমন কোনো সংকট তৈরি করবে না। তবে তিনি মনে করেন বিভিন্ন স্থানের স্থানীয়ভাবে সমস্যা অনেক জায়গায় হতে পারে। কম সময়ে। কম জলে যে যে শস্য হয় তাদের উৎপাদন বাড়ানোর দিকে লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে। মধ্যে মেজ, বাজরা, মুগ বা গ্রিণ গ্রাম, বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং তৈলবীজ রয়েছে। তাই উৎপাদন ঘাটতি বা খাদ্যের যোগান আদৌ সমস্যা হবে না। এছাড়া কৃষি ফলনে ক্ষতি হলে কৃষকদের যাতে কৃষিবীমার অর্থ ঠিক সময়ে অর্থ পেতে অসুবিধা না হয় তার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

তবে এল নিনো-র সংকট সুদূর প্রসারী হতে পারে

এই চলমান এল নিনো কিন্তু কেবল বেশি জননির্ভর খারিফ চাষই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। এর ফলে শীতকালীন রবি ফসল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর হয়তো খারিফ শস্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে রবিশস্য। এর কারণ কী? রবিশষ্য শীতের ফসল থাকলে শীতের রবি ফসলের সপক্ষে সঠিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া কষ্টকর। ফলে ফসলের সঠিক বৃদ্ধি চারাগাছগুলোর স্বাস্থ্য ভাল হবে না। যার ফলে ফলনে বড় রকমের ক্ষতি হওয়া সম্ভাবনা পূরণ। এই জন্য এল নিনোর কারণে খারিফ ফসলের চেয়েও রবি ফসল মার খাওয়া আশঙ্কা প্রবল। তবে সরকারি হিসাবে ডালের উৎপাদন ১০% কম হতে পারে। কিন্তু আগামী দিনে এল নিনোর প্রভাব কী হবে তার ওপর ঘাটতি কমা বাড়া হবে। তাই সরকারি হিসাব অনুযায়ী রবিশষ্যের মোট পরিমাণ হতে পারে ১৭৭.৭২ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে গম ১২১ মিলিয়ন টন ডাল ১৭.২ মিলিয়ন টন এবং অন্যান্য ২২.৩ মিলিয়ন।

বর্ষা কম হওয়ায় ব্যাঙ্কের ঋণের চাহিদায় টান

বর্ষা কম হওয়ার কারণে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনবিএফসি'র কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা দুর্বল হয়েছে। যদি এসব ঘটতে থাকে তবে ভারতের অর্থব্যবস্থায় তার সুদূর প্রসারী প্রভাব ঘটতে পারে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে এই ঋণের চাহিদা অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদার তুলনায় কম বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা অবশ্যই নির্দেশ করে যে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্র দুর্বল হয়েছে এই সময়কালে। তবে অর্থব্যবস্থার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ভারতের কিছু রাজ্যেই এই অবস্থাটা তীব্র। যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্র বেশ চাপের মধ্যে পড়েছে। অন্যান্য কাজগুলোর অবস্থা এতটা খারাপ নয়।

এটা জানা আছে ভারতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশের মোট আয়ের ১৫ বা ১৬ শতাংশ আসে। অথচ এই ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক মানুষ জড়িত। তাই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্র দুর্বল হলে তার ফল কী সুদূর প্রসারী হবে ভারতের অর্থব্যবস্থায়। এর ফলে দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম হতে পারে।

কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি পরিকল্পনা

সরকারি কৃষি নতুন নীতি দেখতে গেলে বাজেটের দিকে তাকাতে হবে। সেখানে কিন্তু কিছু জিনিসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারতের আবহাওয়া অনুযায়ী ফসলের উৎপাদনের জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের একটা বড় অংশকে সরাসরি অর্থ সাহায্য করে তাদের কষ্টলাঘব করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া কৃষি বীমার বিষয়টি আরো সম্প্রসারণের কথাও আছে সরকারি নীতিতে। আরও একটা বিষয়ে জোড় দেওয়া হচ্ছে তা হল কৃষিতে নতুন নতুন টেকনোলজির প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে সেচ থেকে শুরু করো। গাছে পোকা লাগার বিষয় এবং ফসলের বিকাশ হওয়া অনেক কিছুর আছে। এর ফলে কৃষিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসলের কী কী রকম অবস্থা তা জানা যাবে ড্রোন সহ বিভিন্ন আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে। এছাড়া আরো বাজার কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক খবরাখবর পাওয়ার বিষয়টি। কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়া সমস্যাটা দীর্ঘদিনের সরকার তাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কৃষিপণ্যের কী কীরকমভাবে দাম ওঠানামা করছে প্রতিনিয়ত, তার তথ্য সাধারণ কৃষকদের কাছে যাতে পৌঁছয় তার ব্যবস্থার ওপর জোড় দিচ্ছে। এছাড়া আছে কৃষির জমির মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বা তা ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষাগার তৈরিতে জোড় দিচ্ছে। এরজন্য পরীক্ষাগার প্রতি ব্লকে তৈরির পরিকল্পনা করেছে সরকার। এই বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করার বাস্তবতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ব্যাপারে নীতি আয়োগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বাজারের সম্বন্ধ বাড়ানো যায় নীতি আয়োগ এই ব্যাপারে পরিকল্পনার জন্য গবেষণা করে চলেছে।

কতকগুলি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রথমতঃ কৃষককে ঋণগ্রস্থতা এবং স্থানীয়স্তরে কৃষিপণ্যের নূন্যতম মূল্য দেওয়ার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে গ্রামে প্রকৃত মজুরি না বাড়াটাও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জলের গুরুত্ব এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তৃতীয়ত, সার এবং কীটনাশক ও অন্যান্য ওষুধের প্রাপ্যতা এবং ব্যবস্থা নিয়ে বড় রকমের পদক্ষেপ করা জরুরি। কোন সার কত লাগতে পারে এই বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তে এবং পদক্ষেপ করতে হবে একেবারে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত।

চতুর্থত, বাগিচা ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন বাণিজ্যিক চুক্তিও করতে হতে পারে। তাই মনে রাখতে হবে কৃষি সমস্যা ভারতে না মিটলে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাই উন্নত হতে পারে না। কৃষিই একমাত্র দেশের ভবিষ্যৎ। এই ক্ষেত্রই দেশের অগ্রগতির বাধা হয়ে আসছে।

কিছু ভাল খবর থাকলেও দেশের আর্থিক হাল আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ২১ শে অক্টোবর ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক জানিয়েছে দেশের মূল নয়টিও পরিকাঠামো সংক্রান্ত শিল্পের বৃদ্ধির হার গত সেপ্টেম্বরে ৭.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা একটা সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে কারণ গত ৩০ মাসের মধ্যে এত বেশি বৃদ্ধি এই কোর শিল্প সমষ্টি কখনও দেখাতে পারে নি। এই বৃদ্ধির হবার মূল কারণ লৌহ আকরিক, বিদ্যুৎ এবং সিমেন্টের বড় মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া। এই যে ৭.৯% বৃদ্ধি এটা অবশ্য তার আগের অগাস্ট মাসের বৃদ্ধির তুলনায় হিসাব করা হয়েছে। গত আগস্টে বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯%। আবার গত অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর সেপ্টেম্বরে কোর শিল্প ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১%। কোর অর্থাৎ পরিকাঠামো সংশ্লিষ্ট নয়টি শিল্পক্ষেত্র হল কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, ক্রুড অয়েল, তৈল শোধনাগার, সার, স্টীল, সিমেন্ট বিদ্যুৎ এবং লৌহ আকরিক ক্ষেত্র। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী লৌহ আকরিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১৮.৪%, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ১১.৪% হারে, কয়লা উৎপাদন বেড়েছে ১০.৭% হারে এবং তেল শোধনাগারে উৎপাদন বেড়েছে ১০.৩% হারে। সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ৯.৮%। আর স্টিল উৎপাদন বেড়েছে ৪.৯% হারে। খেয়াল করতে হবে এই সমস্ত বৃদ্ধির হারের হিসাব গত অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর সেপ্টেম্বর মাসের উৎপাদনের তুলনায় করা হয়েছে।

এই বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষজ্ঞরা

রাস্তা তৈরি ভালমাত্রায় হচ্ছে। এইজন্য সিমেন্টের মান এবং উৎপাদন বেড়েছে। আবার রেলপথ নির্মাণের জন্য চাহিদা ও উৎপাদন বেড়েছে লোহা ও ইস্পাত ক্ষেত্রে। এ বছরে বড় রকমের গরম আবহাওয়া থাকার কারণে বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেড়েছিল। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ইস্পাত উৎপাদন বেশি হওয়া। এছাড়া তেল শোধনাগারের উৎপাদন বৃদ্ধি চিহ্নিত করে তেলের চাহিদা বৃদ্ধি, দেশে এবং বিদেশে। এটা সামগ্রিক শিল্পোৎপাদনের ভাল অবস্থার পরিচায়ক। তবে এটা মনে রাখতে হবে গত অর্থবর্ষের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশ নিচু আনার কারণেই কিন্তু গত সেপ্টেম্বরের কোর শিল্পের বৃদ্ধি এর এত বেশি দেখাচ্ছে। আবার অনেকের আশা এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে তা দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করবে এবং মানুষের কাজের সুযোগ বাড়বে। তবে মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য বড় ধরনের নীতি গ্রহণ না করলে ঠিক করবেন না।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির সরকারি হিসাব আশঙ্কাব্যঞ্জক

এই অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৭.৮% হয়েছে বলে পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক এবং হিসাব নিয়ে সন্দেহ। এই বিতর্কের প্রথম হোতা ভারতের প্রাক্তন এক অর্থ সচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ। সরকার থেকে খুব সুবিধাজনক উত্তর বা কারণও দেখানো হচ্ছে না। এই ধরনেরই বিশ্লেষণ করছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার। তিনি বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বলছেন বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে এবং কিছু সমস্যা ছিল সেখানে এই এত বেশি জাতীয় আয় হওয়া সম্ভব নয়। এই দুই বিশেষজ্ঞ মনে করেন আসলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার খুব সামান্য এক, দুই শতাংশের কাছাকাছিই থাকা স্বাভাবিক। তবে যেহেতু এই বিষয়ে তথ্য ভারত সরকারই জোগাড় করে এবং সেই তথ্যের দেশি-বিদেশি সংস্থা, আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, সহ দেশীয় সংস্থা নিয়ে কেবল ব্যাখ্যা করতে পারে। তাই এই হিসাবকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া সাধারণ বহু মানুষ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ তাদের কাছে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে। এই কারণে এত বড় জাতীয় আয়ের ঘোষণাতে ও শেয়ার বাজারে এর ছাপ পড়েনি।

গত ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই অক্টোবর মাসেই ভারত থেকে ৪৮,০৫৬ হাজার কোটি টাকার এফপিআই অর্থাৎ শেয়ারবাজারে যে বিদেশী অর্থলগ্নি করা হয় তা চলে গেছে। এখন এটাও প্রশ্ন ভারতের যদি আর্থিক বৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি ইত্যাদি ভালই হয় তবে এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কেন? এর উত্তর হতে পারে তেলের দাম পাচ্ছে ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার এবং ডলারের দাম টাকায় বেড়ে যাবে। এছাড়া ভূরাজনৈতিক জটিলতা বাড়ছে। এরজন্য অনেকেই লগ্নি একটু নিশ্চিত জায়গায় নিয়ে যেতে চাইবে। এছাড়া শেয়ারবাজারে দেখা যাচ্ছে বহু বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারের দাম পড়ছে এবং বড় বড় অনেক কোম্পানীর লাভের অঙ্ক বেশ কম। তাই তাদের শেয়ারের দাম এখুনি বাড়ার সম্ভবনা নেই।

এছাড়া আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আমেরিকাতে ট্রেজারী বন্ড-এর দাম অনেক কমে যাচ্ছে। এখন সেখানে সুদের হার ৫.১৫ % এর মত। এই কম দাম ট্রেজারি বন্ডের আমেরিকাতে অনেক দিন দেখা যায় নি। এটা জানা আছে বন্ডে সুদের হার বাড়লে বন্ডের দাম কমে। কারণ, আগের চেয়ে রিটার্ন বেশি মনে একই অর্থ খরচ করে বেশি পাওয়া যাবে বা আগের পরিমাণ অর্থ পেতে গেলে কম খরচ হবে বন্ড কেনার জন্য। তাই ভারতে শেয়ারবাজারে দেখা যাচ্ছে গত ১ বছরে নিফ্‌টির ২০% মান পড়েছে।

তবে আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া সব দেশে টেকনোলজি ফার্মের অর্থাৎ এ আই বা গ্রীণ এনার্জি বা চিপস-ইত্যাদি ফার্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যদি ওখানে ভবিষ্যত ভাল না দেখা যায় তবে বিশ্বব্যাপী মন্দা চলে আসাও অসম্ভব নয়। তবে ভারতের শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রে চিত্র বা অবস্থা অনেকেই আশান্বিত হয়ে থাকতে পারছে না। দেখা যাচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় ১০টি কোম্পানির মধ্যে আটটি কোম্পানীর শেয়ারবাজারে মূল্য কমেছে মোট ১.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাজাজ ফাইনান্স বা এইচ ডি এবং সি-র অবস্থা বেশ পড়েছে।

এদিকে ভারতে ফরেন কারেন্সি নন রেসিডেন্টসি ডেপোসিটা বা এফসিএরআর (বি) স্কীম-এর মাধ্যমে গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩২.৯৮ বিলিয়ন ডলার সঞ্চয় পেয়েছে। ভারতে ডলারের পরিমাণ বাড়াতে এই স্কীম আনা হয় অনেক সুবিধাজনক রিটার্নের অঙ্গীকারে। কিন্তু এই স্কীমের ফল কী হবে তা অনেকটাই অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে ডলারের দাম এবং এই সঞ্চিত অর্থ থেকে ব্যাঙ্কের কত আয় হয় তার ওপর নির্ভর করবে এই স্কীমের সাফল্য। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের আর্থিক বাজারে বেশ অনিশ্চয়তার ছায়া। তাছাড়া আগামীদিনে এর সঙ্গে যুক্ত হবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। সব মিলেই ভারতের অর্থব্যবস্থাতে চিন্তা বাড়ছে।

তাই রাষ্ট্র পরিচালকদের দেশের বাজারে উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোড় দিতে হবে একেবারে জেলা স্তর বা তার নীচে নিত্যপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে।

পৃষ্ঠা-৫

ব্লক চেন (Block Chain)-এর তত্ত্ব-তালাশ

জীবন চন্দ্র পাইন

শেয়ার এবং বিনিয়োগ ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন সংখ্যায় এই পত্রিকায় অনেক ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এবারে এর সাথে যুক্ত করা হল অন্য ধরনের বিনিয়োগ ভাবনা। যা শেয়ারের মতই ভালো মুনাফা প্রদানকারী। পৃথিবী জুড়ে 'ক্রিপটো কারেন্সি'-র ব্যাপারে অনেকেই অবহিত। কিন্তু মার্কেট সার্ভেতে উঠে এসেছে একটা তথ্য,বহু মানুষ বলতে পারেন সচেতন বিনিয়োগকারী এখনও এই সেক্টর থেকে দূরে আছেন কিছুটা এই সেক্টরের ব্যাপারে ভালোরকম অধ্যয়ন না থাকার কারণে। ক্রিপ্টোর সাথে যুক্ত একটি অতি পরিচিত নাম তা হল 'ব্লক চেন' (Block Chain)। এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ক্রিপ্টো কারেন্সি (Crypto Currency) নিয়ে কাজ করতে কিছুটা অজ্ঞতা থেকে যাবে। নিচে ব্লক চেন নিয়ে সুদীর্ঘ পর্যালোচনা করা হল।

1991 সালে দু'জন বিজ্ঞানী 'স্টুয়ার্ড হাবার' (Stuard Habar) এবং ডব্লিউ স্কট স্টোরনেট্টা (W Scott stornetta) 'র মাথায় একটি নতুন চিন্তা কিলবিল করতে থাকে। তা হল এমন একটা টেকনোলজি আবিষ্কার করতে হবে যার কর্মকাণ্ড কোনও কেন্দ্রীভূতভাবে (centralised) হবে না। হবে বিকেন্দ্রিভূত (Decentralized) অর্থাৎ কোন transaction বা তথ্য যখন একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাবে তা কেন্দ্রীভূত (centralized) না হয়ে বিকেন্দ্রীভূত (Decentralized) হয়ে কাজ করবে। হঠাৎ 2008-এ বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয় (Global Financial Crysis) -এ আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে একটা ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক অচলাবস্থা নেমে এল। যা শেয়ারবাজার সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল কেন্দ্রীভূত টেকনোলজির প্রয়োগ।

2009-এই ঘটনাকে সামনে রেখে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটালেন জাপানের এক বিজ্ঞানী 'সাতোসি নাকামোতো' (SATOSI-NAKAMOTO) তিনি ব্লক চেন (Block Chain) এর মাধ্যমে একটা currency আবিষ্কার করলেন যার নাম 'BIT COIN' যার কেন্দ্রিকরণের বিপরীতে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড করবে। ব্লক-চেন (Block-Chain) একটা টেকনোলজি। Public Ledger -এর উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে Block Chain ও Crypto Currency এক নয়। এটি একটি সার্বজনিক খাতা (Public Ledger) ডিজিটাল (Digital) ফরম্যাটে তথ্য গোপণ রেখে এই টেকনোলজি কাজ করবে। এটি একটি 'সার্বজনিক বিপরীত ডিজিট্যাল বিকেন্দ্রীক খাতা' (Public digitalized distributed decentralized ledger)। Cryptography-এর মাধ্যমে তথ্য (Data) কে গোপণ রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রতিটি লেনদেন এক একটা ব্লক করে থাকে। সব ব্লকগুলো একটা চেনের (Chain)-এর মাধ্যমে জোড়া থাকে, তাই একে ব্লকচেন বলা হয়েছে। ব্লক চেনের মাধ্যমে কাজ করলে পাঁচ রকম সুবিধা পাওয়া যায়।

(১) এখানে তথ্য রাখার জন্য কোনও মধ্যস্থতাকারীর (Middleman) দরকার হয় না।

(২) এটা খুব স্বচ্ছ (Transparent) লেনদেন (transaction) দেখতে পাবেন। নজর রাখতে পারবেন। তথ্য জালিয়াতি হবার সুযোগও কম।

(৩) ব্লক চেন থেকে যে কোন তথ্য (Information) সহজে বার করা যায়। কোন পুরোনো লেনদেনও খুব সহজে পাওয়া যায়।

(৪) এই Technology খুব দ্রুত (Fast)। যে কোন লেনদেন (অন্য কোনও উপায়ের থেকে) খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

(৫) এটা এত নিরাপদ যে, কোন উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা ছাড়াই কাজ করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক ভারতীয় ব্যাঙ্ক এখন ব্লক চেনের মাধ্যমে লেনদেন শুরু করে দিয়েছে। E-KYC, E-Signature-এর মাধ্যমে on line document যাচাই করার জন্য, বাণিজ্যিক চিঠি (letter) বানানোর জন্য Block chain ভারতের কিছু ব্যাঙ্ক ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। RBI-ও চাইছে 100, 200, 500, 50 টাকার নোটকে ডিজিট্যাল আকারে নিয়ে আসতে যাতে গ্রাহক Block chain -এর মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন মেডিক্যাল হসপিটালগুলোকে Block chain-এর মাধ্যমে জুড়ে দিতে চাইছে সরকার। Block chain সরকার তার বিভিন্ন দপ্তরে বিশেষ করে সেখানে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে যেমন ভূমি দপ্তরের বিভিন্ন রেকর্ড এই Block chain-এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরগুলিও আগামীদিনে Block chain-এর মাধ্যমে সব রেকর্ড রাখার চিন্তাভাবনা করছে।

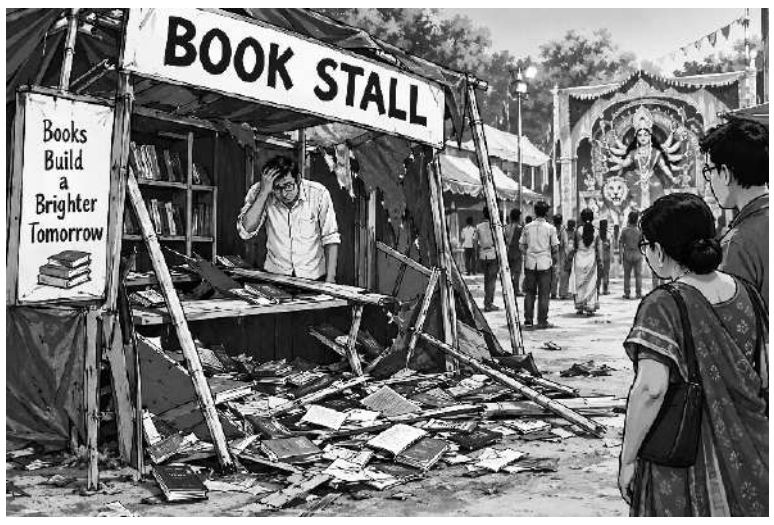
কয়েকটা শেয়ারের সম্বন্ধে নিচে বলা হচ্ছে যাদের বাজার মূলধন (Market Capital)-এর থেকে কোম্পানির কাছে যা অর্ডার আছে তার পরিমাণ (value) অনেক বেশি। এই শেয়ারগুলি আগামীদিনে তার আর্থিক ভিত্তি বৃদ্ধি করে কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাবে।

1. **Jindal Shaw :** বর্তমান দাম 221 টাকার কাছে। এর বাজার মূলধন (Market Capital) 11500 কোটি টাকা আর অর্ডার (order) আছে 12000 কোটি টাকা।
2. **PNC-Infotech Ltd :** বর্তমানে শেয়ারের দাম 204 টাকার কাছে। বাজার মূলধন (Market Capital) 7200 কোটি টাকা। আর অর্ডার (order) আছে 17,700 কোটি টাকা।
3. **NBCC (India) Ltd :** বর্তমান শেয়ারের দাম 94 টাকার আসে পাশে। যার বাজার মূলধন (Maket Capital) 30,000 কোটি টাকা আর অর্ডার (order) 1,20,000 কোটি টাকা।

এই শেয়ারগুলিতে মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে অথবা এস আই পি (SIP)-তে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। ● **আগামী সংখ্যায় Crypto Currency নিয়ে বিশদ তথ্য।** মোটামুটি আজ এই পর্যন্ত। (মতামত নিজস্ব) জীবনচন্দ্র পাইন মোঃ 9875530589 / 9830136198

বলপ্রয়োগ করে 'বই'-এর রাজনীতিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- আমরা এখন সবকিছু সয়ে নিতে শিখেছি। ফলে সহ্য করার ক্ষমতাও এখন ঢের বেশি। ঠাকুর দেখতে গিয়ে ১৯ জন মারা গেলে আমরা কয়েক ঘণ্টা চুপ করে থাকি। কাল ৩৮ জন মারা গেলে ১/২ দিন চুপ থাকব। আজ বইয়ের গুটি কয়েক স্টল ভাঙলে আমরা মুখ ঘুরিয়ে নেব। কাল একটা আস্ত লাইব্রেরি পুড়ে গেলে আমরা বলব, 'এর মধ্যে রাজনীতির রং নেই'। আমাদের অনুভূতিটা ভালই রয়েছে কিন্তু মেরুদণ্ডটা বড্ড বাঁকা হয়ে গেছে। আর বেঁকে গেছে বলেই, এত মানুষের প্রাণ চলে যাওয়ার পরও



আমরা প্যান্ডেলে লাইন দিই প্রতিমা দর্শনের জন্য। আর এত হয়রানির পরেও আমরা প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি যে আমরা দিব্যি বেঁচে রয়েছি।

যে রাতে চোরবাগানের গলিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষের প্রাণ গেছে, সেই দিনই প্রশাসন এবং পুলিশের মনে হয়েছে, বই-ই তাদের প্রকৃত শত্রু। বইকে কতখানি গুরুত্ব হিসেবে মনে করলে, এমন দিনে প্রচুর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী বই-এর বিপনী ভাঙ্গার জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত করে রাখতে পারে প্রশাসন। অবশ্য যাদবপুর যথেষ্ট 'আশীর্বাদ ধন্য'। তাই বুলডোজার, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাঙালি সংস্কৃতিতে বইকে দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠান বলে মানা হয়। অন্যদিকে বইকে জ্ঞানের উৎস বা আকর মনে করা হয়ে থাকে। অথচ এই নিগূঢ় সত্যের নির্ঝরের স্বপ্নকে ভেঙ্গে ফেলতে কত ব্যবস্থা। রাজ্য জুড়ে বইয়ের বিপনী ভেঙ্গে ফেলার পর বিপনীর উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবারে তাদের বিক্রিবাট্টা গত বছরের তুলনায় বেশ ভালো। আবার সে কথা শুনে শাসকদলের রাজ্য সভাপতি বলেছেন, ওসব বিপনীতে যা ছিল, তা তো 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

বই বিপণীতে হামলার ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শাসকদলের নেতারা এবং সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীমহোদয়দের একেক জনের প্রতিক্রিয়া একেক রকম। যেমন অর্থমন্ত্রী বিষয়টিকে খুব ভালো চোখে দেখেন নি। আবার রাজ্য সভাপতি গোটা ঘটনাকেই একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। এই বই বিপণীতে হামলা নিয়ে বামপন্থীদের পালে খানিকটা হাওয়া লেগেছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তবে যে কথাই হোক না কেন এই বই বিপণীতে হামলার বিষয়টি কেউই ভালো চোখে দেখেন না। এর একটা মানষিক প্রতিক্রিয়া কাজ করে।

'সনাতন' এর আভিধানিক অর্থ হিসেবে বলা যেতে পারে চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয়। যেমন দুর্গাপূজায় শরতের সোনা রোদ্দুর, শিউলি ফুল, কাশের দোলা, স্বজন সান্নিধ্য, আন্তরিক ভক্তি-ভালোবাসা—সবই সনাতনী। মোবাইল-মগ্ন আমাদের এখন তো সেই সনাতন বই পড়ার সুযোগ কমে গেছে। পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। বামপন্থীদের বুক স্টলগুলোর জনাদর একেবারে তলানিতে। অতএব এগুলোকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেল। বইকে আবর্জনা মনে করে নোংরা ফেলার গাড়ি নিয়ে এসে বই বোঝাই করে ফেলে দাও নোংরা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায়, বই বিপনী থেকে ময়লার গাড়িতে বই নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর কোন জায়গায় কেউ দেখেছেন কি? অবশ্য বই বিপনীতে এই হামলার ফলে হারিয়ে যাওয়া জায়গা কিছুটা ফিরে পেয়েছেন এই দুর্ভাগারা। এখন পড়া ভাবা সবই এ-আই দাদার দায়িত্ব। অবশ্য সেটা আবার ব্যবসাদার আর শাসনদের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

প্রিয় সম্পাদক



হাট বন্ধ-এক মাত্র সমাধান নয়

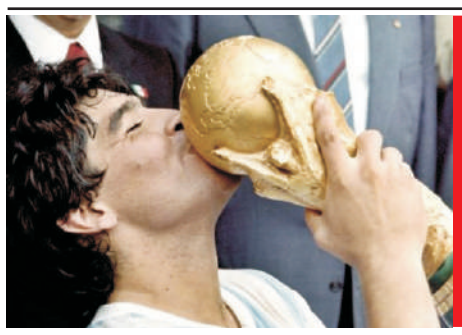
উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটের পোষ্যদের হার্ট পুরনো কলকাতার একটা বহমান ঐতিহ্যের অংশ। প্রতি রবিবার ভোর থেকেই এই হাটে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। রঙীন মাছ, গাছপালা থেকে শুরু করে বিভিন্নরকম পোষ্যদের কিনতে আসা মানুষের ভিড়ে এই হাট একটা অন্যরকম চেহারা নেয়। এই হাটকে ঘিরে কয়েক হাজার মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। বাগবাজার খাল পাড়ের পাশে এই হাটের একটা মন লাগার ব্যাপার আছে। দুরদুরান্ত থেকে অনেক পশুপ্রেমী, উদ্ভিদপ্রেমীরা অনেক আশা নিয়ে তাদের শখের জিনিস কিনতে এই হাটে আসেন। প্রথমে তারা হাটে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে ঘুরে তাদের পছন্দের জিনিস দেখেন এবং তারপর কেনেন। অনেকে আবার একরকম কিনতে এসে হাটে অন্যকিছু পছন্দ হয়ে গেলে সেটাও বগলদাবা করে বাড়িতে নিয়ে যান। এই হাটটি পশুপ্রেমী ও উদ্ভিদপ্রেমীদের একটি মিলনস্থান। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই হার্টও এখন সাময়িকভাবে বন্ধ। আদালতের নির্দেশ ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবস্থা করা যাবে না। এই আইন সকলকেই মানতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ হাট বন্ধ থাকাটা একেবারেই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। বিশেষ করে পুজোর মুখে হাট বন্ধ হওয়ার ফলে বহু ব্যবসায়ীর জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যারা এই ব্যবসার উপরই নির্ভরশীল, তাদের অবস্থা নিদারুন।

সোমনাথ পাল, শ্যামবাজার

এ আইয়ের বাড়বাড়ন্ত

বেশ কয়েকবছর হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা এবং গবেষণা চলছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ আইয়ের ব্যবহার বেড়েছে। গবেষকদের মতে, এ আইয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার ভালো নয়। অতিরিক্ত নির্ভরতা মানুষকে স্থবির করে ফেলে। ঝুঁকিবহুল কাজের ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার নিরাপদ। চিকিৎসায় এআই প্রচুর ভালো কাজ করছে। এ আই-এর ব্যবহার কিন্তু বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এ আই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। চিকিৎসক, শিক্ষক, গবেষক সহ বহু পেশার মানুষ, আজ নিজেদের প্রয়োজনমতো একে ব্যবহার করে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে চাইছেন। অনেকে সফল হচ্ছেন, আবার অনেকে হচ্ছেন না। এ আই নিজের তথ্যভাণ্ডারে মজুত তথ্য থেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে এনে হাজির করে দিচ্ছে উপভোক্তার সামনে। মানুষের তথ্যের মধ্যে দিয়ে এ আই আরও বেশি উর্বর হচ্ছে। এছাড়া ডিপফেক ও সাইবার অপরাধের ঝুঁকি বাড়ছে। ফলে এ আই বুঝে শুনে ব্যবহার করা দরকার। নতুনবা এ আই অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রতুপ দাস, বরাহনগর



স্টেডিয়াম



বালঁ দ্য-তে সেরা হলেন হ্যারি কেন

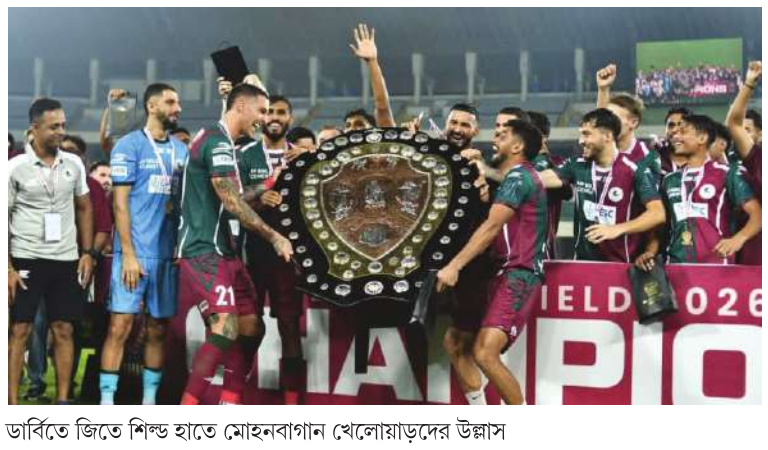


হ্যারি কেন

ইংল্যান্ড- বালঁ দ্য পেলেন হ্যারি কেন। গত ফুটবল মরশুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে মোট ৭৩টি গোল করেছিলেন ৩৩ বছর বয়সী হ্যারি কেন। এবারের পছন্দ অনুসারে ভোটে দ্বিতীয় হয়েছেন এমবাপে এবং তৃতীয় হয়েছেন ইয়ামাল। বায়ার্নের হয়ে গত ফুটবল মরশুমে ৬১টি গোল করেছিলেন। বায়ার্ন লিগ ও জার্মান কাপ যে জিতেছিল তাতে কেনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চ্যাম্পিয়ন লিগেও ১৩ ম্যাচে ১৪ গোল করেছিলেন। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড তৃতীয় স্থানে ছিল তাতেও ৬ গোল করেছিলেন। এছাড়া বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানও পেয়েছেন।

এমবাপে মরশুমে করেছেন ৫৮ গোল। বিশ্বকাপে সোনার বুট জেতার পাশাপাশি ২২ গোল করে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। ফ্রান্সকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেও ট্রফি দিতে পারেন নি। অন্যদিকে ২০২৫-২৬ মরশুমে বার্সেলোনা ও স্পেনের হয়ে ৫৭ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন ইয়ামাল। স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপও জিতেছেন। যদিও হ্যারি ইংল্যান্ডকে সেমি ফাইনালে তুলেছিলেন। পুরস্কার জেতার পর হ্যারি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘‘নীরবে পরিশ্রম করে যাও, সাফল্যই তোমার হয়ে কথা বলবে’’। স্ট্যানলি ম্যাথিউস, রবি চার্লটন, কেভিন কিগান এবং মাইকেল ওয়েনের পর ইংল্যান্ডের পঞ্চম ফুটবলার হিসেবে এই খেতাব অর্জন করলেন হ্যারি। প্রিয় বন্ধুর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিরাট কোহলিও হ্যারির পাশাপাশি মহিলাদের বালঁদ্যর জিতেছেন স্পেনের অ্যালেফ্রিয়া পুতেয়াস। অন্যদিকে টানা তৃতীয়বারের জন্য ইয়ামালকে বর্ষসেরা অরুণ ফুটবলারের সম্মান দেওয়া হয়েছে।

আই এফ এ শিল্ড মোহনবাগানের



ডার্বিতে জিতে শিল্ড হাতে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- আই এফ এ শিল্ডের ফাইনাল ডার্বিতে জিতল মোহনবাগান। এক গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে শিল্ড দখল করল তারা। এবারের জয়ের নায়ক জেলকোভিচ। ২০২৫ সালে পঞ্জাব এফ সি-র হয়ে তিনি ভারতে খেলতে আসেন। ফাইনালে ৪৫ মিনিটের মাথায় আব্দুল সামাদের পাস থেকে দুরন্ত গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন তিনি। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের হারের যন্ত্রণাটা এখনও তাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার কিছুটা নিরাময় হল। ৮ অক্টোবর যুবভারতীতে মোহনবাগানের ফুটবলাররা এবং দর্শকরা শিল্ড জয়ের উৎসবে মেতেছিলেন। সামনে আই এস এল-এ-এর কঠিন লড়াই।

আরও ধারালো হওয়া উচিত ছিল রশিদদের

ওমান- যদি খেলার শুরু থেকে জেতার খিদেটা আরও বেশি থাকত তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগ টু-এর ম্যাচে ওমান থেকে আলসিবকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারতো ইস্টবেঙ্গল। খেলার মধ্যে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। খেলা গোলশূন্য ড্র হওয়ার ফলে মাত্র এক পয়েন্ট গেল ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ আলসিব গত তিন মরশুমে ওমান প্রো লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের দানি র‍্যামিরেস এবং গোলরক্ষক পূর্বা লাচেনপা সকলের নজর কেড়েছে। অসম্ভব ভালো কয়েকটা থ্রু বাড়িয়েছে দানি। সেগুলো কাজে লাগাতে পারেনি লাররিনডিকা, ডেভিডরা। দু’দলের মধ্যেই দেখা গেছে ফিনিশিংয়ের অভাব। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ফলে খেলাটা জমে উঠেছিল। লোবা এদিন ভালো খেলতে পারেন নি। এখন তিন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের দু’পয়েন্ট। বাকি আরও তিনটে ম্যাচ।

আইপিএল নিলাম ১৬ ডিসেম্বর

গোয়া- আগামী ১৬ ডিসেম্বর, যখন বেঙ্গালুরুতে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ চলবে, তখনই গোয়াতে হবে আইপিএল-এর মিনি নিলাম। সেদিকে নজর থাকবে ক্রিকেট প্রেমীদের। পরের আইপিএল-র জন্য ক্রিকেটারদের ধরে রাখার শেষ দিন ঠিক হয়েছে ১৫ নভেম্বর। এবারেই শেষ সংক্ষিপ্ত নিলাম হতে চলেছে। পরবর্তী মেগা নিলাম হবে ২০২৮ সালে। এরই মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংসের সাপোর্ট স্টাফ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মাইক হাসি। এই দলের ভেতরে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, পরের বারে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কি খেলতে দেখা যাবে? সিএসকে শিবির অবশ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী।

ভারতের অবিশ্বাস্য জয়, পাওয়ার প্লে-তে ম্যাচ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি- নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সব সময় কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয় ভারতকে। অথচ এবার সিরিজের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড রান করে জিতল ভারত। নিউজিল্যান্ড প্রথম ব্যাট করতে নেমে ২২৫ রান করে। সেই সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচটা বোধ হয় ভারতের হাতের বাইরে চলে গেল। কিন্তু বাজিমাত করল সঞ্জু স্যামসন। সঙ্গে অভিষেক শর্মা। প্রথম ছ’ওভারে ভারতের স্কোর ৯৪ রান। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটাই ভারতের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জেতার নজির। প্রথম বলে ছয় মেরে নিজের ইনিংস শুরু করে অভিষেক। ১২ বলে ২৯ রান করে আউট হয়ে যায় অভিষেক, শেষ পর্যন্ত ভারত ১৯.৪ ওভারে ২৩০ রান করে ছ’উইকেটে হারিয়ে। সঞ্জু স্যামসন ৩৩ বলে ৬৭ রান করে। নমনও ভাল খেলেছে।

অভিষেক টাইফুন, বিধ্বংসী বৈভব, সিরিজ জয় ভারতের



অভিষেক শর্মা ও বৈভব সূর্যবংশী

ওয়েলিংটন- পাওয়ার প্লে-তে ১১৮ রান, টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারত। ওয়েলিংটনের মাঠে সবসময় তীব্র বেগে হাওয়া চলে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতার (৩-০) ম্যাচে মাঠে এদিন ঝড় উঠেছিল অভিষেক শর্মার ব্যাটে, বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটেও। সেই ঝড়টা নিউজিল্যান্ডের বোলিংকে তছনছ করে গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিল। নিউজিল্যান্ডের ১৯৮ রান ভারত তুলেছে মাত্র ১৩.২ ওভারে। মাত্র চার উইকেট হারিয়ে।

নিউজিল্যান্ডের স্কোরটা যে ভারতকে লড়াইয়ের মধ্যে রাখতে পারবে না, তা বোঝা যায় চার ওভারের পরে। স্কোর তখন ৮০-এর ওপরে। প্রথম ছয় ওভারে ভারতের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ১১৮। পাওয়ার প্লে তে এটা একটা রেকর্ড। এই ম্যাচে অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করতে নামে বৈভব। ডাফিরের প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারে বৈভব। প্রথম বলে ছয় মারাটা এখন রপ্ত করে নিয়েছে অভিষেক। দুই বাঁ-হাতিকে আটকাতে মাইকেল ব্রেসওয়েলকে বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে দুই ব্যাটসম্যান দুটো ছয় মেরে স্বাগত জানান। অভিষেক সেঞ্চুরি করে ৩৫ বলে। তাঁর স্কোর ৩৮ বলে ১১৩ রান। বৈভব ৪৫ রান করে। অভিষেকের খেলা দেখে মনে পড়ে যায়, ক্রিস গেলের কথা এবং অভিষেকের গুরু যুবরাজকে। অভিষেক ও বৈভবের সামনে এদিন নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ক্লাব স্তরের বোলার বলে মনে হচ্ছিল। এদের লাইন, লেংথ সব যেন তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে ভারতের এই দুই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান।

এশিয়ান প্যারা গেমস জোড়া সোনা শীতলের



তোমার ও শীতল

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবারের এশিয়ান প্যারাগেমসে ২২ অক্টোবরটা ভাল দিন গেল ভারতের। মোট ২৬টি পদক জিতলেন ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা। এর মধ্যে ৭টি সোনা, ৫টি রুপো এবং ১৪টি ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে ভারতের পদক সংখ্যা দাড়াল ৮৮। এর মধ্যে ২১টি সোনা, ২৬টি রুপো এবং ৪১টি ব্রোঞ্জ। এদিনের সবচেয়ে বড় সাফল্য প্যারা তিরন্দাজ শীতল দেবীর। তোমার কুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ইন্দো-নেশিয়ার জুটিকে হারান।

ফাইনালে হার সিন্ধুর



প্যারিস- ফরাসি ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর আন সে ইয়ং-এর কাছে হারলেন পিভি সিন্ধু। প্রথম গেমে এগিয়ে গিয়ে তার সুবিধা নিতে পারলেন না। প্রথম গেমে ছন্দে ছিলেন না ইয়ং। প্রথম গেমে সিন্ধুর জয় দেখে ভারতীয় সমর্থকরা জেগে ওঠেন।

ডাবল সেঞ্চুরি পেলেন না পাড়িক্কল

লিঙ্কন- লিঙ্কনের মাঠে মূলত দেবদত্ত পাড়িক্কলের ব্যাটিং দাপটেই স্বস্তিতে ভারত ‘এ’ দল (৪৮৮/৮) । নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসের বিপদ সামাল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসে



মাত্র ১১৩ রানে খেলা শেষ হয়ে যায় ভারতের ‘এ’ দলের। তৃতীয় দিনের শেষে তারাই ২৮৪ রানে এগিয়ে। পাড়িক্কলের সঙ্গে ছিলেন সাই সুদর্শন (৯১), যশ রাঠোর (৬৬), ওয়াশিংটন সুন্দর (অপরাজিত ৫১)। যদিও মাত্র ১ রানের জন্য বিদেশের মাঠে ডাবল সেঞ্চুরি পেলেন না পাড়িক্কল (১৯৯), জ্যাক গিবসনের লেগ সাইডের ডেলিভারি খেলতে গেলে বল উইকেট রক্ষকের হাতে যায়। বোলারের আবেদনের পর আম্পায়ার আঙুল তুলে দেন। সাজঘরে ফেরার পথে ইশারায় আম্পায়ারকে পাডিক্কল জানান, বল তাঁর ব্যাটে লাগে নি।

সেরাম শারদ বরণ ২০২৬-র কিছু বিশেষ ছবি

কলকাতা পূর্ব | কলকাতা পশ্চিম | কলকাতা উত্তর | কলকাতা দক্ষিণ | হাওড়া


সেরা ভাবনা



সেরা ভাবনা


সেরা ভাবনা


সেরা ভাবনা


সেরা ভাবনা


সেরা প্রতিমা


সেরা প্রতিমা


সেরা প্রতিমা


সেরা প্রতিমা



সেরা প্রতিমা


স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো


স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো


স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো


স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো


স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো


সেরা সমাজবন্ধু


সেরা সমাজবন্ধু


সেরা সমাজবন্ধু



সেরা সমাজবন্ধু


সেরা সমাজবন্ধু


সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা


সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা



সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা


সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা


প্রতিমা বাহকদের গেঞ্জি প্রদান

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ?

থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষ্ণা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা সাহা, ৫৫) রূপা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডালিয়া দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296